Vocal Music
B. A (VI - Sem) Dr. DEBJANI SARKAR

Q- Characteristics of old style Bengali Song with special reference of Tappa.

বাংলা গানের আরও একটা প্রাচীন গীতশৈলীর কথা বলব, সেটি হল বাংলা টপ্পা। টপ্পা গীতশৈলীর জন্ম পাঞ্জাবে হলেও বাংলাদেশে টপ্পার প্রচলন ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে, বাংলা ভাষার কোমলতা ও ভাবের গভীরতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই বাংলা টপ্পার বৈশিষ্ট্য গঠিত হয়েছিল, বাংলার টপ্পার গতি শুধু তাই টপ্পার নিজস্ব বিশিষ্ট দানাদার তানযুক্তিও অনেক রীতিমতি সমৃদ্ধ, বাংলায় টপ্পা গানকে অনিন্দ্য শিল্প সৌকর্যে উন্নীত করেন — কালী মীর্জা, রামনিধি গুপ্ত, শ্রীধর কথক, পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও তাঁদের রচনায় টপ্পা গীতশৈলীকে স্থান দেন।

রামনিধি গুপ্ত

জন্ম - ১৭৪১ ত্রিবেনী কাছে চাপতা গ্রামে
বাবা - হরিনারায়ন গুপ্ত
রচনা - গ্রন্থের নাম "গীতরত্ন"
মৃত্যু - ১৮৩৮

সেই সময় নিধুবাবুর গান অশ্লীলতার দায়ে সমালোচিত হলেও তাঁর গানের বাণী ছিল স্পষ্ট ও সরল, তিনি গানের বাণীকেই তাঁর গানে প্রাধান্য দিয়েছেন, নিধুবাবু তাঁর গানে টপ্পার আঙ্গিককে অভিনব ভাবে গ্রহণ করে নিধুবাবুর গান 'নিধুবাবুর টপ্পায়' পরিবর্তন করেন।

Vocal Music

B.A (VI-Sem) Dr. DEBJANI SARKAR

Q. Dhrupad / Kheyal / Thumri adopted in Bengali Song

বাংলা গানকে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে এতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারা যেমন - ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী গীতশৈলীকে বাংলা গানের আঙ্গীকে গ্রহণ করে এই সকল ধারার নামকরণ করা হয় —
ধ্রুপদাঙ্গীয় বাংলা গান, খেয়ালাঙ্গীয় বাংলা গান, ঠুংরী অঙ্গের বাংলা গান, বাংলাগানে এই সকল ধারাকে গ্রহণ করেছেন বাংলার প্রায় সকল সঙ্গীত স্রষ্টাগণ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রমুখ সুর স্রষ্টাগণ সার্থক ভাবে তাঁদের রচনায় প্রয়োগ করেছেন, এরা ছাড়াও বাংলার অনেক সার্থক সুরকার তাঁদের সুর সম্ভারকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের গীতশৈলী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সুর সৃষ্টি করেছেন, গানগুলি বাংলা সঙ্গীতের নিঃসন্দেহে এক সম্পদ।

রবীন্দ্রনাথ - ধ্রুপদাঙ্গীয় - শূন্য হাতে ফিরি হে
খেয়ালাঙ্গীয় - রাখো রাখো রে
ঠুংরী অঙ্গ - ও যে মানে না মানা

নজরুল - ধ্রুপদাঙ্গীয় - সৃজন ছন্দে আনন্দে
খেয়ালাঙ্গীয় - পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া
ঠুংরী অঙ্গ - ঘুম ঘোরে এলে মনোহর

Q. Impact of raga and folk tune on the composition of Bengali Song.

প্রাচীন যুগের ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে প্রাচীন যুগ থেকেই রাগ-রাগিনীর ব্যবহার বাংলা গানের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, পন্ডিত গনের মতে "চর্যাপদ" হল বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন, চর্যার এই পদগুলিতে রাগের উল্লেখ পাই, অনুমেয় পরবর্তীকালে সঙ্গীতজ্ঞেরা এর থেকেই প্রেরনা পেয়ে রাগের ব্যবহার বাংলা গানের সুর সংযোজনায় সংযোজিত করেছেন, পরবর্তী পর্যায়ে চর্যার পর "গীতগোবিন্দের" প্রসঙ্গ আসে, "গীতগোবিন্দের" পদ গুলিতেও রাগ-রাগিনীর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, এই ভাবে উদাহরন স্বরূপ বলা যায় যে বিভিন্ন বৈষ্ণবীয় পদাবলী, শাক্তপদাবলী, ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় রাগের উল্লেখ আছে। পরবর্তী কালের এই ধারা অক্ষুন্ন রেখেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী সঙ্গীত স্রষ্টাগন, তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল প্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, নজরুল ইসলামের নাম প্রনিধানযোগ্য।

বাংলাগানে শাস্ত্রীয় ধারার পাশাপাশি আরও একটা সমান্তরাল ধারার ইতিহাস বয়ে চলেছে, সেটি হল লোকসঙ্গীতের ধারা, এই ধারার গানের সর্বাধিক পরিচিত রূপ হল — বাউল, ভাটিয়ালি, ঝুমুর, লোকসঙ্গীতের সুরের প্রভাবে সহজেই মানুষের মন আকৃষ্ট হয়, এই সুরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন সুর স্রষ্টাগন তাঁদের স্বকীয় সুর সৃষ্টিতে ইহা প্রয়োগ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম এই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি।

রবীন্দ্রনাথ

বাউল অঙ্গ - যদি তোর ডাক শুনে
সারি গান - ধর বায়ু বয় বেগে

নজরুল ইসলাম

বাউলঅঙ্গ - আমি বাউল হলাম
ভাটিয়ালি - আমার গহিন জলের নদী
ঝুমুর - নিম ফুলের মৌ পিয়ে

আধুনিক কালে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের খেয়ালের অনুসরনে এক প্রকার গীতশৈলী প্রচলিত হয়েছে, তাকে বলা হয় "বাংলা রাগ প্রধান" গান।

Vocal Music

B.A (VI-Sem) Dr DEBJANI SARKAR

Page:
Date: / /
pioneerpaperco.com

Q. Pattern of musical Composition of Post Rabindra Era.

রবীন্দ্র সমকালীন ও তার পরবর্তী সময়ে গীতধারায় লক্ষ্য করা যায় যে সঙ্গীত রচয়িতা সনই নিজের রচিত সঙ্গীতে সুর সৃষ্টি করেছেন, রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজ রচনায় সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন, সেই রূপ এই ধারাকে অক্ষুন্ন রেখেছেন – দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল ইসলামও, কিন্তু পরবর্তী কালে আমরা দেখতে পাই সঙ্গীত রচনায় গীতিকার ও সুরকার ভিন্ন দুই ব্যক্তিত্ব, উল্লেখ্য যোগ্য গীতিকার হলেন – প্রনব রায়, গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ এবং সুরকার হলেন কমল দাশগুপ্ত, হিমাংশু দত্ত, রবীন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ের আরও এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন "সলিল চৌধুরী", তাঁর রচিত গানের সুর বিন্যাস এবং ভাষা বাংলা গানকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। ১৯৯০ সালের পর থেকে বাংলা গানে নতুন কিছু ধারার উন্মেষ হয় — "জীবনমুখী গান" এবং 'বাংলা ব্যান্ডের গান' নামাঙ্কিত। রবীন্দ্র সাময়িক এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে রেকর্ড সঙ্গীতের উল্লেখ্য যোগ্য প্রচার নজর কাড়ে। বর্তমানে বাংলা গানের কাব্যাংশের গভীরতা কম এবং সুরের দিকেও তাহা অধিকাংশ হাল্কা।

Vocal Music

B.A. (VI-Sem) DR DEBJANI SARKAR

Page :
Date : / /
pioneerpaperco.com

Q Mode of presentation, scope of improvisation in Bengali Song

গায়ক / গায়িকা যখন একটি সঙ্গীত উপস্থাপিত করেন তখন তাঁকে কিছু বিষয়ে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে — যে পরিবেশে সঙ্গীত পরিবেশিত হচ্ছে সেই পরিবেশের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সঙ্গীতের চয়ন, পরিবেশিত সঙ্গীতের বানীর যথার্থ অন্তর্নিহিত অর্থ জানা, সুরকার যে আঙ্গীকে গানের ভাব ও ভাষার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে সুর করেছেন সেটি অক্ষুন্ন রাখা।

উপস্থাপনার সময় আরও লক্ষ্য রাখতে হবে গানের বানীর স্পষ্ট উচ্চারন, মূল সুর থেকে ভ্রষ্ট না হওয়া, অন্যকে অনুকরন না করে অনুসরন করা, নিজের দক্ষতা অনুযায়ী গানকে উপস্থাপিত করা। এছাড়াও সহযোগী যন্ত্র শিল্পীদের সঙ্গে সু-সমন্বয়ে গানটি / মার্জিত রূপে উপস্থাপিত করে দর্শক-শ্রোতৃমন্ডলীর মনোরঞ্জন করা

সর্বোপরি বলা দরকার কন্ঠ স্বরকে সাধনার দ্বারা মার্জিত ও বলিষ্ঠ করা এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাঠ / ব্যুৎপত্তি একান্ত প্রয়োজন।